এখনও একটি বাসও ঢোকেনি খাতড়ার বাসস্ট্যাণ্ডে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার খাতড়া বাসস্ট্যাণ্ড উদ্বোধন হলেও আজ পর্যন্ত একটি বাসও সেখানে ঢোকেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাসস্ট্যাণ্ডটি গত বছর ১৯ ডিসেম্বর রাইপুর-ফুলকুশমা প্রশাসনিক জনসভার মঞ্চ থেকে উদ্বোধন করেছিলেন। সেই থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সেই বাসস্ট্যাণ্ডে একটি বাসও ঢোকেনি। অথচ আগামী ৫ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ফের জঙ্গলমহলে আসতে পারেন উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করার জন্য। এই সভায় বাসস্ট্যাণ্ডের কথা উঠে আসতে পারে এই ভেবেই তা দ্রুত চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, খাতড়া বাসস্ট্যাণ্ড দীর্ঘদিনের দাবি বাসিন্দাদের। রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বাসস্ট্যাণ্ডটি চালুর

উদ্যোগ নেন। ২৬ জুলাই রাজ্যের পরিবহন স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যরা খাতড়া বাসস্ট্যাণ্ড এলাকা ঘুরে দেখেন। এই বাসস্ট্যাণ্ডটি দ্রুত গড়ে তোলার জন্য এই কমিটির সদস্যরা জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে অনুরোধ জানান। এই বাসস্ট্যাণ্ডটি তৈরির দায়িত্বে ছিল পূর্তদপ্তর। বাসস্ট্যাণ্ডটি গড়ে তোলার জন্য ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দও করা হয়। গত ২০১৬ সালে জানুয়ারি মাস থেকে নির্মাণ কাজও শুরু হয়। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভা নির্বাচনের মুখে খাতড়া বাসস্ট্যাণ্ড তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। তৎকালীন পরিবহন ও ক্রীড়ামন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী শিলান্যাসও করেন। পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু নামাঙ্কিত এই বাসস্ট্যাণ্ডটি গড়ে তোলার জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। খড়গপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞরা এই বাসস্ট্যাণ্ডটির ডিজাইন ও পরিকল্পনা তৈরি করেন। বাসস্ট্যাণ্ড এলাকা সমতল করে প্রাচীর দেওয়া হয়। তৈরি করা হয় যাত্রী প্রতিক্ষালয়ও। কিছু কাজ বাকি ছিল। পরে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। গত ১৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা উদ্বোধন করেন। কিন্তু সেই থেকে এখন পর্যন্ত বাসস্ট্যাণ্ডটি চালু না হওয়ায় ক্ষোভে ভুঁ সছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী আসার খবর শুনে তড়িঘড়ি এই বাসস্ট্যাণ্ড চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রাস্তায় জয়পুর জঙ্গল এলাকায় পারাপার করছে হাতি। নিজস্ব চিত্র

পুরসভা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বহরমপুর পুরসভায় হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার বিষ্ণুপুর পুরসভা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত পুরকর্মচারী ফেডারেশন। এদিন টিফিন আওয়ার্সে সংগঠনের পক্ষ থেকে বহরমপুর পুরসভায় হামলার নিন্দা করা হয় এবং কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যদিও এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান কেউই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা উপস্থিত কাউন্সিলারদের কাছে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, বহরমপুর পুরসভায় হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমি এদিন অফিসে ছিলাম না। শুনেছি, বিষ্ণুপুর পুরসভার কর্মচারীরা এদিন ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বহরমপুরে কংগ্রেস ও তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তার জেরে দু'পক্ষের মোট ৯ জন জখম হন। পুরসভায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিষ্ণুপুর পুরসভা প্রাঙ্গণে তৃণমূল প্রভাবিত পুরকর্মচারী ফেডারেশনের সদস্যরা বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেন। এদিন টিফিনের সময় কর্মচারীরা আধঘণ্টা ধরে পুরসভা প্রাঙ্গণে বহরমপুর পুরসভায় হামলার ঘটনার নিন্দার বিষয়ে স্লোগান দেন।

মধুমেহ রোগ প্রতিরোধে বিষ্ণুপুরে যোগাসন নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ মধুমেহ রোগ প্রতিরোধে যোগাসনের বিকল্প নেই। বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরে এই শীর্ষক এক সেমিনার হয়েছে। বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় হাইস্কুলের মাঠের বৃত্তিমূলক বিভাগের হলে আয়োজিত সেমিনারে মধুমেহ রোগে যোগাসনের উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রালয়ের 'নিয়ন্ত্রিত মধুমেহ ভারত অভিযান'-এর বাঁকুড়ার প্রকল্প সঞ্চালক প্রীতি নন্দী। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র প্রমুখ। প্রীতিদেবী এদিন বলেন, যে ভাবে মধুমেহ রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে তাতে আগামী দিনে গোটা পৃথিবীর মধ্যে মধুমেহ রোগের রাজধানী হবে ভারতবর্ষ। সেই কারণে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রালয় মধুমেহ রোগ প্রতিরোধে জোর দিয়েছে। তার জন্য নিয়ন্ত্রিত মধুমেহ ভারত অভিযান নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বর্তমানে গোটা দেশে মোট ৬০টি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এলাকায় শিবির করে প্রথমে ১০০০ জন ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালানো হয়। একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে রোগীদের চিহ্নিত করা হয়। এবং

রোগের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। যাঁদের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকেই আমরা আগে আমাদের প্রকল্পের আওতায় আনতে চাইছি। তাঁদেরকে টানা ন'দিন বিশেষ যোগাসন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিন মাস, সপ্তাহে একদিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী চর্চা করতে বলা হয়। শুধু তাই নয়, শুরুতে শিবিরেই রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে রক্ত পরীক্ষা করে কতটা ব্লাড সুগার কমল তা দেখা হয়। এসব পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় হাইস্কুলের মাঠে ওই শিবির হবে।

কংসাবতী থেকে জল ছাড়ার দাবি বোরো চাষিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মকুটমণিপুর জলাধার থেকে বোরো চাষের জন্য জল ছাড়ার দাবিতে সরব হয়েছেন চাষিরা। জানা গিয়েছে, খাতড়া মহকুমার ৮টি ব্লকেই কমবেশি বোরো চাষ করা হয়। এই জমির অধিকাংশই কংসাবতী নদীর মকুটমণিপুর জলাধারের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কয়েকটি চেকড্যাম্প, নদীর জল উত্তোলক পাম্প, গভীর নলকূপ বসানো হলেও এখনও কংসাবতী নদীর উপর নির্ভরশীল দক্ষিণ বাঁকুড়ার চাষবাস। এই প্রসঙ্গে চাষিরা বলেন, কংসাবতী ক্যানেলের উপর ভর্সা করেই তাঁরা বোরোসহ বিভিন্ন ফসলের চাষে নামেন। তাই কংসাবতী থেকে চাষের জন্য জল না দিলে ক্ষতি হবে। অন্যদিকে, খাতড়া কৃষিদপ্তরের তথ্য অনুসারে মহকুমায় ৩৬১০ হেক্টর জমিতে এবার বোরো চাষ হয়েছে। বেশি বোরো চাষ হয়েছে সিমলাপাল, খাতড়া, তালডাংরা, সারেঙ্গা ও রাইপুর ব্লকে। এই পাঁচটি ব্লকে বোরো চাষ হয়েছে যথাক্রমে ৭৮০, ৭৬৫, ৬৭৫, ৬৬৫, ৫৭০ হেক্টর জমিতে। বাকি তিনটি ব্লক ইন্দপুর, রাণীবাঁধ ও হীড়বাঁধে যথাক্রমে ৮৫, ৫৫ ও ১৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এক কৃষি আধিকারিক বলেন, ঠিক মতো সেচের জল পেলে এই মহকুমায় ১৬৩৯০ মেট্রিক টনের মতো ফলন হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে কংসাবতী সেচ মণ্ডলের অধিক্ষক বাস্তুকার প্রদীপ ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ কুমার বলেন, গত ডিসেম্বর মাসেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জলাধার থেকে বোরো চাষের জন্য জল সরবরাহ করা যাবে না। এমনকি রবি চাষের ক্ষেত্রেও ঘোষিত এলাকা ছাড়া সেচে জল দেওয়া যাবে না। ঘোষিত এলাকাতেও প্রয়োজনের বেশি জল ব্যবহার না করার অনুরোধও জানানো হয়েছিল। কংসাবতী থেকে জেলার খাতড়া মহকুমার হীড়বাঁধ বাদে সাতটি ব্লকে এবং ওন্দা, বিষ্ণুপুর, জয়পুর ও কোতুলপুর ব্লকে সেচের জল ছাড়া হয়। সবথেকে বেশি জল দেওয়া হয় জয়পুর ও কোতুলপুর ব্লকে। প্রতিবছর জল ছাড়ার দাবিতে খাতড়া মহকুমার ব্লকগুলিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপরই কংসাবতী সেচদপ্তর প্রথম দিকে বোরো চাষের জন্য জল ছাড়তে অনিচ্ছুক থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন চল ছাড়তে। এই প্রসঙ্গে সিমলাপালের বিক্রমপুর এলাকার চাষিরা বলেন, জলাধারে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল রয়েছে। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বোরো চাষের জন্য জলের অভাব দেখা দিয়েছে। এই সময় জল না পেলে চাষের ক্ষতি হবে। এতে ফলন কমে যাবে। তাই দ্রুত জল ছাড়ার প্রয়োজন রয়েছে। জল ছাড়া না হলে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমাদের কথা না শোনা হলে আমরা বৃহত্তম আন্দোলনে নামব।

হুগলির আরামবাগ শহরে শুক্রবার বিকালে একটি বস্ত্রমেলার উদ্বোধনে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী, আরামবাগ পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন নন্দী, সমাজসেবী সত্যনারায়ণ মাজি, শিক্ষাবিদ ড. বাণীপ্রসাদ সেন প্রমুখ। চিত্র ঃ নিজস্ব

পথ নিরাপত্তা ও কন্যাশ্রী সচেতনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও কেন্দা থানার ব্যবস্থাপনায় পথ নিরাপত্তা ও ছাত্রীদের কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে পর পর দুটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কেন্দা থানা এলাকায়। গত ২৭ মার্চ বালকডি হাইস্কুলে ও ৩০ মার্চ কুড়ুকতোপা হাই স্কুলে ওই সচেতনতা শিবিরগুলি আয়োজিত হয়। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ-এর ব্যানারে স্কুল পড়ুয়াদের সামনে পথ নিরাপত্তা নিয়ে মূল্যবান উপদেশ তুলে ধরা হয়। গাড়ি সীমিত গতিতে চালানো, বাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করা এবং সঙ্গী আরোহীর হেলমেট পরা, রাস্তা পারাপার করার সময় সিগন্যাল অনুসরণ করা প্রভৃতি দিকগুলি তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের বাড়ির লোকদের সচেতন করার আহ্বান জানানো হয়। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুফলগুলি তুলে ধরে ছাত্রীদের অপ্রাপ্ত বয়সে বাবা-মায়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

শিবিরগুলিতে কেন্দা থানার ওসি শেখর মিত্র, সিআই মানবাজার সুবীর কর্মকার, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্যাঁচা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শুক্রবার বিষ্ণুপুরের জয়কৃষ্ণপুর হাইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে তিনটি প্যাঁচার বাচ্চা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিদ্যালয় ও বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রথম পিরিওডে ক্লাস চলাকালীন তিনটি প্যাঁচার বাচ্চা ছাদের ঘুলঘুলি থেকে নীচে পড়ে যায়। তা দেখে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে খবর পেয়ে বনকর্মীরা বাচ্চাগুলিকে স্কুল থেকে নিয়ে যায়। বনদপ্তরের রাধানগর রেঞ্জার রঞ্জিত সিংহমহাপাত্র বলেন, স্কুলের ঘুলঘুলিতে প্যাঁচায় বাসা বেঁধেছিল। সেখান থেকে কোনও কারণে বাচ্চাগুলো নীচে পড়ে যায়। চিকিৎসার পর তা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, রাতের পাখি প্যাঁচার দেখা দিনে খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই এদিন তিনটি প্যাঁচার বাচ্চা কাছে পেয়ে তা দেখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হুড়োহুড়িতে বাচ্চাগুলোর ক্ষতি হতে পারে ভেবে বনকর্মীদেরকে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা এসে সেগুলো নিয়ে যায়।

বিষ্ণুপুরে রোবট প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ রোবট সম্পর্কে কৌতূহল সবারই। টিভির পর্দায় গাড়ির চালকের আসন থেকে শুরু করে নানা কাজে মানুষের বিকল্প হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত থাকলেও বাস্তবে তার কতটা ভিত্তি রয়েছে সে সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকেই সন্দিহান। তাঁদের মনে বিস্তর জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রক রোবট সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত। তাই বিষ্ণুপুরে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ শহরের বিভিন্ন স্কুলে রোবট নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা শুরু হয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কানপুর আই আই টি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পড়ুয়ারা শহরের বিভিন্ন স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। দু'দিন ধরে ওই প্রশিক্ষণ চলবে। ছাত্রছাত্রীরাও

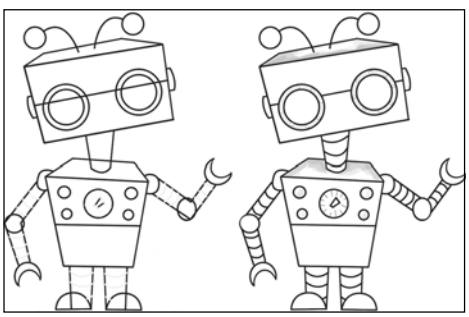

আগ্রহের সঙ্গে ওই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ওই কলেজের চেয়ারম্যান সত্যসাধন দত্ত বলেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শুধু নিজেদের মানোন্নয়নই নয়, এলাকার পড়ুয়ারাও যাতে উপকৃত হয় সেজন্য রোবট নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কলেজ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের শিরোমণিপুরে অবস্থিত একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ২২ জন ছাত্রছাত্রীকে কানপুর আইআইটিতে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়। তাঁরা মূলত রোবটের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। ওই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই শহরের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুক্রবারও একইভাবে আরও কয়েকটি স্কুলে প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলবে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র বলেন, স্কুলের পাঠ্য বইয়ে রোবট নিয়ে সামান্য আলোচনা থাকলেও বিশদে তা নেই। অথচ আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কৌতূহল রয়েছে। তাই এবিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সুযোগ পাওয়ায় তার আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরাও বেশ আগ্রহের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এক ছাত্র বলেন, রোবটের নাম শুনেছি। টেলিভিশনের পর্দাতেও দেখেছি। বাস্তবে রোবটের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। হাতে-কলমে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর সেই সংশয় দূর হয়েছে।